মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো। চিৎকার করে উঠে পড়লাম। আমার চিৎকারে তিথিও উঠে পড়লো। মনে হচ্ছে দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

আচমকা হেঁচকি উঠা শুরু হলো। এ কি বিপদ! সাধারনত অতিরিক্ত বাতাস গিলে ফেললে বা বেশি জোরে হাসলে হেঁচকি উঠে থাকে।

এই মধ্য রাতে হেঁচকি উঠার কোন কারন খুজে পাচ্ছি না। হয়তো ঘুমের ভিতর অতিরিক্ত বাতাস গিলে ফেলেছি। যাহোক, কারণ নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। ফলাফলই আসল, যা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

হেঁচকির ইংরেজী হিক্কাপ। দাদু ইহাকে হিক্কা বলতেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন না। ছোটো দাদু কলেজ অব্দি পড়ালেখা করেছেন। তার মুখেই শুনেছেন হয়তো।

হেঁচকি হচ্ছে মধ্যচ্ছদা বা ডায়াফ্রামের অনৈচ্ছিক সঙ্কোচনের ফলে সৃষ্ট ঝাঁকুনি। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ইহাকে যত্নসহকারে সিঙ্ক্রোনাস ডায়াফ্রাগ্মাটিক ফ্লাটার বা সিঙ্গুল্টাস বলে থাকেন।

হেঁচকিতে আমার প্রাণ যায় যায়, আর আমি যতোসব আবোল তাবোল চিন্তা করছি!

একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। ভয়াভহ দুঃস্বপ্ন! কিন্তু, কি দেখেছি মনে করতে পারছি না। হেঁচকি বেড়েই চলেছে। হিক্কা হিক্কা শব্দে সারা বাড়ি প্রকম্পিত হচ্ছে।

লক্ষ করলাম তিথি পানি ভর্তি একটা গ্লাস নিয়ে আমার দিকে এগুচ্ছে। আমি তার ঠোট নড়া দেখতে পারছি, কিন্তু কি বলছে বুঝতে পারছি না।

-নাও, খেয়ে আমাকে উদ্ধার করো৷ (তিথির তীক্ষ্ণ গলা)।

-হ্যা?

-পানিটা খেয়ে নাও।

-ও আচ্ছা, দাও।

পানির গ্লাস হাতে নিলাম।

কয়েকদিন আগে বিবিসি বাংলায় হেঁচকি নিয়ে একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম। সেখানে হেঁচকি থেকে রক্ষা পাওয়ার কয়েকটি উপায় বলে দিয়েছে।

প্রথম উপায় হচ্ছে, কাগজের ব্যাগে নিশ্বাস ফেলা। শুনতে হাস্যকর মনে হলেও এটাই সত্য। সমস্যা হলো, তিথিকে কাগজের ব্যাগ দিতে বললে বিশ্বাসই করবে না। বরং, হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই, ঝুকি নিয়ে লাভ নাই।

দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, বরফ ঠান্ডা পানি খাওয়া। বাসায় ফ্রিজ নেই। এতো রাতে বরফ ঠান্ডা পানির কথা চিন্তা করলে হেঁচকি আরো বেড়ে যেতে পারে। সুতরাং, এটাও বাদ।

তৃতীয় উপায়, কিছু দানাদার চিনি খাওয়া। আমার ডায়াবেটিস আছে। গতকাল সকালে খালি পেটে মাপা হয়েছিল। চিনির মাত্রা ১১ দশমিক ৬ মিলিমিটার। তাই, আপাতত এ চিন্তাও বাদ।

চতুর্থ উপায়, স্বল্প সময়ের জন্য দম বন্ধ করে রাখা। এটা অন্তত চেষ্টা করা যায়। চেষ্টা করলাম। বেশিক্ষন থাকতে পারলাম না। মনে হচ্ছে, হেঁচকি কিছুটা বেড়ে গেল।

শেষ উপায়, দুই হাঁটু বুক পর্যন্ত টেনে ধরে সামনের দিকে ঝুকে পড়া। এটাও করার সাহস হচ্ছে না। কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে তিথি সাপের মত ফোস ফোস করছে। অগত্যা, পানির গ্লাসে চুমুক দিলাম।

বাড়ির সবাই এখন আমার কক্ষে। আম্মা মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। আব্বা দুয়া পড়ে আমার মাথার ফুঁ দিয়ে চলেছেন৷

কোন কিছুতেই কাজ হচ্ছেনা৷ লক্ষ করলাম তিথির মুখে রাগের পরিবর্তে বিষণ্ন্নতা এসে ভর করেছো। মনে হচ্ছে সেও আমাকে নিয়ে ভয় পাচ্ছে।

তার চোখের কোনে জল দেখতে পাচ্ছি। সে আমাকে এতটা ভালোবাসে, অথচ কখনোই বুঝতে দেয়না। মনে মনে তার জন্য অনেক দুয়া করলাম।

কণা আমার পাশেই বসা ছিল। হঠাৎ উঠে তার দাদুর ঘরে চলে গেলো।

তিথি বকার সুরেই বলল,

- কোথায় যাচ্ছো?

কণা জবাব দিলোনা। হন হন করে দাদা-দাদির কক্ষে চলে গেলো।

পরক্ষনেই সে তার বইখাতা নিয়ে হাজির৷ আমি হেঁস্কির যন্ত্রনায় অস্থির, আর আমার একমাত্র মেয়ের সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই?

অনেক কষ্ট পেলাম। সাথে সবাই খুব অবাক হলাম। লক্ষ্য করলাম, আম্মার হাত থেমে গিয়েছে৷ তিথিও হা করে মেয়ের দিকে তাকিরে আছে!

এবার আমাদের আরো অবাক করে দিয়ে উচ্চস্বরে কবিতা পড়া শুরু করল। তিথি বকা দিত যাচ্ছিলো৷ আম্মু তাকে থামালেন।

কবিতা অর্ধেক পড়া শেষ করেই সে যেটা করলো তার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। ঠাস করে তার মায়ের গালে একটা চড় বসিয়ে দিলো।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা সবাই বোবা হয়ে গিয়েছি৷ কতক্ষন এরকম ছিলাম কে জানে! সম্বিত ফিরে পেলাম, যখন দেখলাম কণা তিথিকে জড়িয়ে ধরে বলছে,

- সরি আম্মু। তুমি ব্যথা পেয়েছো? আব্বুর হেঁচকি…

তিথি কণাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। আব্বা-আম্মা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। নিজের অজান্তেই চোখের কোনে জল অনুভব করলাম।

-- শেষ --